মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাদক মুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ৬৯ বর্ষঃ ৮ম নভেম্বর ২০১৩

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩য় জুনিয়র মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে আমন্ত্রিত অতিথি মুসা ইব্রাহিম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন বাংলাদেশের প্রথম এভারেষ্ট বিজয়ী জনাব মুসা ইব্রাহিম।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে সদ্য নিয়োগ প্রাপ্ত ৯৫ জন সিপাইগণের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪৪ জন সিপাই ০৬ (ছয়) সপ্তাহব্যাপী ২য় বিশেষ জুনিয়র মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করে এবং কৃতিত্বের সাথে কোর্স সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে ৪৪ জন সিপাইকে নিয়ে ২৭ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৬ (ছয়) সপ্তাহব্যাপী ৩য় বিশেষ জুনিয়র মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়। কোর্সে ডিপার্টমেন্টের আইন কানুনসহ বিভিন্ন বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিভাগীয় বিভিন্ন বিষয় প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ভিন্ন ভিন্ন সেক্টরে যারা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এবং দেশের গৌরব বয়ে এনেছেন তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য প্রশিক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রথম এভারেষ্ট বিজয়ী জনাব মুসা ইব্রাহিমকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি এভারেষ্ট জয়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং ভিডিও ও স্থির চিত্র প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন কোন কিছু জয় করতে গেলে মনের ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট। তিনি সেই ইচ্ছাশক্তিকে ধারণ করেই ছোট বেলা থেকে দেশে বিদেশে বিভিন্ন পাহাড় পর্বত আরোহন করেন এবং মনে মনে স্থির করেন একদিন বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ এভারেষ্ট জয় করবেন। তিনি সেটি করেও দেখিয়েছেন। তিনি শুধু এভারেষ্ট জয় করে ক্ষান্ত হননি তাঁর পরবর্তী স্বপ্ন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয়া। ইতোমধ্যে সেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছেন তার অংশ হিসেবে তিনি দুই দুই বার টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন (বাংলা চ্যানেল) সাঁতরাইয়ে পার হয়েছেন। তিনি সর্বদাই উচ্চারণ করেন " Be a target achiever" অর্থাৎ Target থাকলে যে কোন কিছু Achieve করা সম্ভব। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলাদেশ থেকে মাদক নিয়ন্ত্রণ করব দেখবেন আজ না হলেও একদিন না একদিন Achieve করবেন অর্থাৎ এ দেশকে মাদকমুক্ত করতে সক্ষম হবেন।

অত্র অধিদপ্তরের উপপরিচালক থেকে শুরু করে মহাপরিচালক পর্যন্ত সকল স্তরের কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাস নেন এবং তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। একই সাথে পুলিশ, বিজিবি, এনএসআইসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রশিক্ষকবৃন্দ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তাছাড়া এনএসআই এর পক্ষ থেকে সকল প্রশিক্ষণার্থীকে গোয়েন্দা কার্যক্রমের উপর হাতে কলমে বিশেষ বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অংশগ্রহণকারী সকল সিপাইগণ সফলতারসাথে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব **মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান** প্রশিক্ষণার্থীদের কুচকাওয়াচ প্রদর্শন করেন এবং সালাম গ্রহণ করেন।

শোকবাণী

মরহুমা মোছাঃ নূরজাহান ইয়াসমিন গত ২৪/৩/১৯৭৭ খ্রিঃ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৪/১/১৯৯৮ তারিখে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন ঢাকা মেট্রো উপশুঅঞ্চলে সিপাই পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় গত ৩০/১০/২০১৩ তারিখ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর ০৭ মাস ০৭ দিন। আমরা তার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

অক্টোবর ২০১৩ মাসের উল্লেখযোগ্য মামলার তথ্য

তারিখ	উপ-অঞ্চলের নাম	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পরিমান
০৩/১০/১৩	ঢাকা মেট্রো	০২	লুপিজেসিক ইনঃ ১০০ এ্যাঃ
৯/১০/১৩	ঢাকা মেট্রো	০৪	ফেনাসিডল-৭০০ বোতল
৯/১০/১৩	পাবনা	০২	হেরোইন-২৫ গ্রাম,
৯/১০/১৩	পাবনা	০১	ফেনসিডিল-১৭৪ বোতল
২১/১০/১৩	সিলেট	০১	বিদেশীমদ-১০০ বোতল
৩০/১০/১৩	ঢাকা মেট্রো	০১	ফেনাসাডল-৭২৩ বোতল

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্ট গার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। অক্টোবর'১৩ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসাব নিম্নরূপঃ

অঞ্চলের /সংস্থা নাম	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ				পেন্ডিং/ স্থগিত
	নমুনা	পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
ঢাকা অঞ্চল	১৮৯	১৮৯	--	১৮৯	--
চট্টগ্রাম অঞ্চল	১০০	১০০	--	১০০	--
রাজশাহী অঞ্চল	১৩৩	১৩৩	--	১৩৩	--
খুলনা অঞ্চল	১১৬	১১৬	--	১১৬	--
বাংলাদেশ পুলিশ	২১২২	২১২২	--	২১২২	--
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	০৪	০১	০১	০২	০২
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	১৪	১৪	--	--	--
অন্যান্য সংস্থা	--	--	--	--	--
মোট =	২৬৭৮	২৬৭৫	০১	২৬৭৬	০২

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চল ভিত্তিক ২০১২ সালের অক্টোবর মাসের সাথে ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	অঞ্চলের নাম	অক্টোবর ২০১২	অক্টোবর ২০১৩
১।	ঢাকা অঞ্চল	১,০৪,১৬,৯৯৪/-	৯৪,৭৪,৪৯০/-
২।,	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৯৬,৬৬,৫৯২/-	৯২,৯৮,৮২৮/-
৩।	খুলনা অঞ্চল	৪,১৮,৩০,১২৪/৯৬	৩,৬১,৫৪,৯১৩/৪০
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৮৭,৮২,৫০১/২০	১,১৩,৪৩,৪৬৩/-
	মোট	৭,০৬,৯৬,২১২/১৬	৬,৬৩,০৩,৬৫৩/৪০

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

আইন আদালত (অক্টোবর'১৩)

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১৩৮	১৪৪	২৫	২৫
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৬২	৬৯	০৩	০৩
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৫৫	৬৩	০২	০২
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৩৭	৪৮	০০	০০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১৩	১৪	০০	০০
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১১	০৮	০০	০০
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১৯	১৭	০০	০০
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	০৯	০৮	০০	০০
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৬০	৬১	০৩	০৩
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৭	১৭	০১	০১
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	৩৩	২৭	০০	০০
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১৩	১৪	০০	০০
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০২	০২	০০	০০
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০১	০০	০০	০০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০৩	০৩	০০	০০
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৫৮	৬২	০০	০০
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৯	৩৯	০৪	০৪
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	২৪	২৫	০১	০১
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	২০	২৪	০১	০২
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	০৮	১৩	০০	০০
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৮৫	৯৫	০১	০১
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	৪০	৪৩	০২	০২
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২৭	২৮	০০	০০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৫৪	৫৯	০৬	০৬
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১৬	১৬	০১	০১
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	০০	০০	০১	০১
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	০৪	০৪	০০	০০
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	১৪	০২	০৩
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	০৪	০৫	০০	০০
সর্বমোটঃ		৮৬৪	৯২২	৫৩	৫৫

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

সবচেয়ে বেশী মামলা ও সবচেয়ে কম মামলার পরিসংখ্যান

অক্টোবর ২০১৩ মাসে সর্বাধিক মামলা হয়েছে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে। পক্ষান্তরে অক্টোবর ২০১৩ মাসে **ঢাকা গোয়েন্দা** অঞ্চলে কোন মামলা উদঘাটন হয়নি এবং খাগড়াছড়ি উপশুঅঞ্চলে সবচেয়ে কম মামলা রুজু হয়েছে। অক্টোবর ২০১৩ মাসে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ১৩৮ টি মামলা রুজু করে ১৪৪ জনকে আসামী করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চলে কোন পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদায়ন না থাকায় কম মামলা রুজু করা সম্ভব হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ- আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন। অপরদিকে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের উপপরিচালক জানিয়েছেন গোয়েন্দা অঞ্চলের মূল কাজ হলো গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা, যার ফলে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল প্রমাপ অনুয়ায়ী মামলা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের দশম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটির পরিসংখ্যান ঃ

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩ (অক্টোবর পর্যন্ত)
গঠিত মাদক বিরোধী কমিটির সংখ্যা	৫৯৭৯	৫৫৪৯	৮২৮	১৯২২	৫১৮ টি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর৯, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

উল্লেখযোগ্য মাদক বিরোধী অভিযান

ঢাকা মেট্রোতে ৩০/১০/১৩ তারিখ ৭২৩ বোতল ফেনসিডিলসহ ০১ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৩০/১০/২০১৩ তারিখ ২০.০০-২১.০০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপপ্তঅঞ্চলাধীন উত্তরা সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম সূত্রাপুর থানাধীন ২১ নং আর,এম দাস রোডস্থ মা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর সামনে পূর্বপার্শ্বের রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করে আসামীর নিজ দখলীয় ট্রাক ঢাকা মেট্রো ন-১১-৫০৮০ নম্বর তল্লাশী করে ট্রাকে রক্ষিত ফার্নিচার (ওয়ারড্রপ, সোকেশ) এর ভিতর বিশেষ চেম্বারে লুকায়িত অভিনব কায়দায় ৭২৩ বোতল ফেনসিডিলসহ আসামী (১) মোঃ কবির উদ্দিন (৩৭), পিতাপ্তমোঃ আব্দুর রউফ, সাংপ্তহাজীপুরবের পাড়া, থানাপ্তসাতক্ষীরা, জেলাপ্ত সাতক্ষীরাকে গ্রেফতার করেন। অপর অসামী (২) মোঃ মহির উদ্দিন (৪০), পিতাপ্তমোঃ ছমির উদ্দিন গাজী, স্থায়ী হাল সাংপ্তহাজীপুর, থানাপ্তসাতক্ষীরা সদর, জেলাপ্ত সাতক্ষীরা, (৩) ফোরকান হাওলাদার, পিতাপ্তঅজ্ঞাত, সাংপ্তবাদালদি, থানাপ্ততুরাগ, ঢাকা আসামীদ্বয় পলাতক রয়েছেন। আটককৃত আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় উক্ত ফেনসিডিলসমূহ সাতক্ষীরা সীমান্ত হতে এই অভিনব কায়দায় ঢাকা এনে খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করতেন। এ বিষয়ে সূত্রাপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। কোতয়ালী সার্কেলের পরিদর্শক জনাব মোঃ শাহিনুল কবির মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। ০২ জন আসামী পলাতক থাকায় চার্জশীট প্রদান করা সম্ভব হয়নি। মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।

সিলেট উপপ্তঅঞ্চলে ২১/১০/১৩ তারিখ ১০০ বোতল বিদেশী মদ উদ্ধার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২১/১০/২০১৩ তারিখ দুপুর ১২.০০-১২.৩০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সিলেট উপপ্তঅঞ্চলাধীন সুনামগঞ্জ সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানাধীন ইসহাকপুর শাসনহবি গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে আসামীর বসতঘর তল্লাশী করে নিজ দখলীয় ১০০ বোতল বিদেশী মদ উদ্ধার ও জব্দ করেন। আসামী (১) মোঃ হেলাল উদ্দিন (২০), পিতাপ্তমৃত মইনউদ্দিন, সাংপ্ত ইসহাকপুর, থানাপ্তজগন্নাথপুর, জেলাপ্তসুনামগঞ্জ পলাতক রয়েছেন। এ বিষয়ে জগন্নাথপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। সুনামগঞ্জ সার্কেলের উপপ্তপরিদর্শক জনাব মোঃ মজিবুর রহমান কাজী মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ২৪/১১/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

ঢাকা মেট্রোতে ০৯/১০/১৩ তারিখ ৭০০ বোতল ফেনসিডিলসহ ০১ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ০৯/১০/২০১৩ তারিখ ২০.০০-২১.০০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপপ্তঅঞ্চলের সহকারী পরিচালক (দক্ষিণ) এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম রমনা থানাধীন ৪৩/৩, সিদ্বেশ্বরী ও ৬২/৪ সিদ্বেশ্বরী সার্কেকুলার রোডস্থ বাড়ীতে অভিযান পরিচালনা করে ৭০০ বোতল ফেনসিডিল, নগদপ্ত১,৩৫,০০০/-(এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকা এবং ০১(এক)টি নোকিয়া মোবাইলসেটসহ আসামী (১) রুমা আক্তার (৩০), স্বামী-আবু মুনছুর, সাংপ্তমধ্যম নিশ্চন্তপুর থানাপ্তফটিকছড়ি, জেলাপ্ত চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা-৪৩/৩, সিদ্বশ্বরী রোড, খন্দকার গলি, থানাপ্তরমনা, জেলাপ্ত ঢাকাকে গ্রেফতার করেন। অপর অসামী (২) আবু মুনছুর (৩৮), পিতাপ্তমৃত ইজ্জত আলী, সাংপ্তমধ্যম নিশ্চন্তপুর থানাপ্তফটিকছড়ি, জেলাপ্ত চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানাঃ ৪৩/৩, সিদ্বশ্বরী রোড, খন্দকার গলি, থানাপ্তরমনা, জেলাপ্তঢাকা (৩) মোঃ রমজান (৪৪) পিতাপ্তমোঃ ইদু মিয়া, সাংপ্তভাটী পাড়া, থানাপ্তদাউদকান্দি, জেলাপ্তকুমিল্লা এবং বর্তমান ঠিকানাপ্ত৬২/৪, সিদ্বেশ্বরী সার্কুলার রোড, থানাপ্তরমনা, জেলাপ্তঢাকা ও (৪) মোছাঃ আনোয়ারা বেগম (৪৫), স্বামীঃ মোঃ রমজান, সাংপ্তভাটী পাড়া, থানাপ্তদাউদকান্দি, জেলাপ্তকুমিল্লা এবং বর্তমান ঠিকানাপ্ত৬২/৪ সিদ্বেশ্বরী সার্কুলার রোড, থানাপ্তরমনা, জেলাপ্তঢাকা আসামীগণ পলাতক রয়েছেন। এ বিষয়ে রমনা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। রমনা সার্কেলের পরিদর্শক জনাব মোঃ আজিজুল হক মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ২১/১২/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে।

পাবনা উপপ্তঅঞ্চলে ০৯/১০/১৩ তারিখ ১৭৪ বোতল ফেনসিডিলসহ ০১ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ০৯/১০/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পাবনা উপপ্তঅঞ্চলাধীন শাহজাদপুর সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম শাহজাদপুর থানাধীন কায়েমপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামীর বসতঘর তল্লাশী করে নিজ দখলে রাখা অবস্থায় ১৭৪ বোতল ফেনসিডিলসহ আসামী (১) মোছাঃ আলেয়া বেগম (৪৫), স্বামীঃ মৃত আমীর সররদার, সাংপ্তকায়েমপুর, থানাপ্তশাহজাদপুর, জেলাপ্ত সিরাজগঞ্জকে গ্রেফতার করেন । এ বিষয়ে শাহজাদপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। শাহজাদুপর সার্কেলের উপপ্তপরিদর্শক জনাব মোঃ আনিছুর রহমান মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ২৬/১১/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

মাসিক বুলেটিনে আপনার মতামত/মন্তব্য আহবান করা হচ্ছে

অধিদপ্তর থেকে প্রতিমাসে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। যা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। বুলেটিন সম্পর্কে আপনার যে কোন মূল্যবান মতামত/মন্তব্য, তথ্য, বক্তব্য, প্রতিবেদন, ছবি ইত্যাদি প্রেরণ করলে তা প্রকাশের জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোষ্টগার্ডসহ অক্টোবর'১৩ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামার সংখ্যা	মাকদ্রব্যের পারমান
হেরোইন	--	--	২.৮৯৫ কেজি
গাজা	--	--	২৭৬১.৮৬ কেজি
গাজা গাছ	--	--	৪১ টি
অবৈধ চোলাই মদ	--	--	৯৩৯.৯ লিটার
দেশী মদ	--	--	১৯১৫১ লিটার
বিদেশী মদ	--	--	১১৯ লিটার
বিদেশী মদ	--	--	২৪৮১৪ বোতল
বিয়ার	--	--	৪২৬৪ক্যান,২৪৭বোতল
রেক্টিফাইড স্পিরিট	--	--	২৩ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	--	--	১৮৯৮ লিটার
কোডিন মিশ্রিত (ফেনাসাডল)	--	--	৭২৪১০ বোতল
কোডিন মিশ্রিত (ফেনাসাডল)	--	--	১৯.৫ লিটার
তাড়ী (টোডি)	--	--	১৮৫ লিটার
পচুই	--	--	২৩৩ লিটার
পেথিডিন	--	--	৫৮৭৫ এ্যাম্পুল
বুপ্রেনরফিন(টিডি জেসিক ইনঃ)	--	--	৬৮৪৯ এ্যাম্পুল
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	--	--	৮২৪৪ লিটার
কোকেন	--	--	০.৯ কেজি
মুল	--	--	১০০ পিচ
এ্যালকোহল	--	--	০২ লিটার
ইয়াবা ট্যাবলেট	--	--	৫৫০৬৩৮ টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	--	--	৯১ বোতল
নগদ অর্থ	--	--	১১৯৯৩০ টাকা
মরাফিন	--	--	১০০ এ্যাম্পুল
মোবাইল সেট	--	--	১৪ টি
হেরোইন পুড়িয়া	--	--	১১৬৩ টি
মাইক্রোবাস/সিএনজি	--	--	০১টি/০১টি
মোটর সাইকেল	--	--	০৬ টি
বুপ্রেনরফিন(লুপিজোসিক ইনঃ)	--	--	৩৫৫ এ্যাম্পুল
গাজার পুড়িয়া	--	--	৪৭৫ টি
এনার্জি ড্রিংক্স (ইত্যাদি)	--	--	১২৮৮ বোতল
রিক্সাভান	--	--	০১ টি
দেশী মদ (বোতল)	--	--	১৬৫৩ বোতল
মোটঃ	**৩,২২২**	**৩,৮৩৯**	

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার্য প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা এবং অক্টোবর'১২ মাসের সাথে অক্টোবর'১৩ মাসের আমদানীর তুলনামূলক পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	অক্টোবর'১২	**অক্টোবর'১৩**
ঢলুহন	**১২,৭৬৮.৫০মেঃটনঃ**	**১৫৭.৫২মেঃটনঃ**	**৪৫১.৪১৮ মেঃটনঃ**
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	**২,৫৬৬ মেঃটনঃ**	**৫০.৪০০মেঃটনঃ**	**২৩৫.২০ মেঃটনঃ**
এ্যাসিটোন	**৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটনঃ**	**৩৮.৪০মেঃটনঃ**	**১৩০.৮৮ মেঃটনঃ**
মিথাইল হ্যাইল কিটোন	**৪,১৮৪.৫৬ মেঃটনঃ**	**২৬.৪০মেঃটনঃ**	**৭০.৬১৮ মেঃটনঃ**
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	**২,০৪৫ মেঃটনঃ**	-	**৬০.০০ মেঃ টনঃ**
সিউডোএফিড্রিন	**৪৪,৭৯৫ কেজি**	**৮৪৫ কেজি**	**৫০০ কেজি**

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

উল্লেখ্য, এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যালস এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের টেলিফোন নং-৮৮৭০০১২-১৩।

মোবাইল কোর্ট

মাসের নাম	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ডিত আসামীর সংখ্যা	জরিমানা আদায়
জুন' ১৩	৭৬৩	৪০৫	৪০৯	৩,৬২,৭০০/-
জুলাই' ১৩	৭৯৫	৪৪৭	৪৬২	৩,৪৯,৩০০/-
আগস্ট'১৩	৯৬৫	৫২১	৫৫৬	৫,৬১,২০০/-
সেপ্টেম্বর'১৩	৮৮২	৫১৭	৫৩৪	৪,৩২,৪০০/-
অক্টোবর'১৩	৯০২	৪৭২	৪৮২	৩,৩৫,০০০/-

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অক্টোবর ২০১৩ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

কর্মসূচীর নাম	অক্টোবর '১৩
মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	৪৪০ টি স্থানে
মাইকিং কর্মসূচী	০৪ টি স্থানে
শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা	৫৬ টি স্থানে
পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ	১৪ টি স্থানে
ফিল্ম প্রদর্শণ	১৪ টি স্থানে

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

অক্টোবর'১৩ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও কারাগার হাসপাতাল সমূহে ৫৭২ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। অক্টোবর'১৩ মাসে নিরাময় কেন্দ্র/হাসপাতাল ভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	আন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৩২	১০৫	১৩৭	৬১	৭৬
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	০২	১০	১২	১২	--
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	--	--	--	--	--
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০২	০৯	১১	১০	০১
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	০৯	১৮৩	১৯২	৭৭	১১৫
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	১০৭	৩৫	১৪২	১০৭	৩৫
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	০৪	৭৪	৭৮	৪৬	৩২
মোট =	১৫৬	৪১৬	৫৭২	৩১৩	২৫৯

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা)

অক্টোবর ২০১৩ মাসে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্তদের মধ্যে ফেনসিডিল-৭.২৯%, হেরোইন-৩২.১২%, গাঁজা-৪৮.৯০%,ইনজেকশন-২২.৬৩%, ইয়াবা-২১.১৭%,মদ-২. ১৯%, ড্যান্ডি-২.১৯%, পলিড্রাগস-নেই, অন্যান্য৩২.১৯% (কান কোন রুগী একাধিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে) । (সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র)।